থ্যাংকস গিভিং ডে

প্রতি বছর নভেম্বর মাসের চতুর্থ বৃহস্পতিবার থ্যাংকস গিভিং ডে হিসেবে পালন করা হয়। এদিন আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধবরা একত্র হয়ে ভোজন সারেন।

রাস্তার রান্নায় নিরাপত্তা কোথায়

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : লাল কাপড়ে হাঁড়ি পেঁচিয়ে কোনওভাবে রাস্তাটা জায়গা দখল করতে পারলেই হল! গরম হাঁড়ি-কড়াইয়ে বিরিয়ানি, ভাত-মাছ, আরও কত কী রান্না।

শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন রাস্তার ধারে রীতিমতো খোলা আকাশের নীচে একাংশ হোটেল ও রেস্টুরেন্ট এভাবেই তাদের রান্নার কাজ চালাচ্ছে। ফলে শহরে খাদ্য সুরক্ষা যে কার্যত লাটে, একথা বললে মোটেই অত্যুক্তি হবে না।

রাস্তার ধারের বেশিরভাগ হোটেলে প্রায় ঢাকনাহীন অবস্থায় যাবতীয় রান্না চলছে। সেবক রোড, হিলকার্ট রোডের ধারে মুড়ি-মুড়কির মতো গজিয়ে ওঠা হোটেলগুলি গ্রাহক টানতে দীর্ঘদিন ধরে এই কাজই করে চলেছে বলে অভিযোগ।

প্রশ্ন উঠছে, এই খাবার শরীরের পক্ষে আদৌ কি স্বাস্থ্যকর ?

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ফুড সেফটি অফিসার গণেশ ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'আমরা তিন-চারদিনের মধ্যেই এ ব্যাপারে কড়া ব্যবস্থা নিতে চলেছি।'

বিষয়টি নিয়ে পুরনিগমের প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রঞ্জন সরকারের মন্তব্য, 'আমাদের টিম প্রতিটি এলাকায় গিয়ে হোটেলগুলির খাবার রাখার জায়গা ও মান পরীক্ষা করবে। বিরূপ পরিস্থিতি দেখলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

এক শহরবাসী অরিজিৎ দাসের আশঙ্কা, 'ওই গরম হাঁড়ি-কড়াইতে কেউ দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়ে পড়ে গেলে বিপদের অন্ত থাকবে না। '

শহরের ফুটপাথ ক্রমশ হারিয়ে হচ্ছে। দোকানের পসরা রাখায় রাস্তাও দখল হয়েছে। হিলকার্ট রোড হোক অথবা সেবক রোড, শহরের অধিকাংশ বড় রাস্তার পাশেই সকাল হলে উনুনের ওপর হাঁড়ি চাপানোর ছবি দেখা যায়। যা রীতিমতো বিপজ্জনক।

সেবক রোডে এমনই এক হোটেলে ফুটন্ত কড়াই বসানোর কারণ জিজ্ঞাসা করতে উত্তর এল, 'সবার নজরে না পড়লে হোটেলে তো কেউ আসবে না। তাই এভাবেই।'

হিলকার্ট রোডে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের শিলিগুড়ি ডিপো সংলগ্ন এলাকায় রাস্তার ধারে গজিয়ে ওঠা হোটেলেও একই ছবি। মাংস রান্না করছিলেন এক কারিগর। তিনি বললেন, 'আশপাশে আরও হোটেল গজিয়ে উঠেছে। তাঁদেরকে তো টেক্কা দিতে হবে না কি।'

শহরবাসী পরিতোষ হাজরার কথায়, 'কাজের চাপে অনেক সময়ে আমরা এসমস্ত দোকানে খেয়ে নিতে বাধ্য হই। যা বিষের সমান। এসব দেখারও কেউ নেই।'

বিষয়টি নিয়ে ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের শিলিগুড়ি শাখার সম্পাদক ডাঃ রাধেশ্যাম মাহাতোর বক্তব্য, 'ধুলো, বালি থেকে শুরু করে গাড়ির ধোঁয়া সমস্তটাই তো খাবারে মিশছে। এর জেরে পেটের রোগ ছড়ানোর আশঙ্কাও প্রবল।'

একই বক্তব্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের ডিন ডাঃ সন্দীপ সেনগুপ্তের। ক্ষোভের সঙ্গে তাঁর মন্তব্য, 'পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কোনও বালাই নেই। হাঁড়ি বসিয়ে জায়গা দখল করে আরেকটু দোকান বাড়িয়ে নেওয়াটা এখন শহরের এক শ্রেণির ব্যবসায়ীদের কাছে ট্রেন্ড।'

তবে ক্রেতা টানতে গিয়ে শহরকে বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন না তো ওই হোটেল-রেস্টুরেন্টওয়ালারা? প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে।

শহরের বিভিন্ন রাস্তায় এভাবেই হোটেলের জন্য রান্না চলছে। বুধবার তোলা সংবাদচিত্র।

খাবারে শঙ্কা

- সেবক রোড, হিলকার্ট রোডে গজিয়েছে প্রচুর হোটেল ও রেস্টুরেন্ট
- খোলা আকাশের নীচে সেখানে রান্না চলছে
- ধুলো, ময়লা, গাড়ির ধোঁয়া সবই মিশছে খাবারে
- পেটের রোগের আশঙ্কা চিকিৎসকদের
- ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস পুরনিগমের

বইমেলা নিয়ে বৈঠক

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : কোভিডবিধি মেনে ১৩ ডিসেম্বর থেকে মহকুমা বইমেলা শুরু হচ্ছে। জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা দপ্তরের আয়োজনে বাঘা যতীন পার্কে মেলা হবে। মেলায় ৬৫টির মতো স্টল থাকবে বলে উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে। বুধবার মহকুমা বইমেলার প্রস্তুতি নিয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ মহকুমা গ্রন্থাগারের কনফারেন্স হলে একটি সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে মহকুমা শাসক শ্রীনিবাস ভেঙ্কটরাও পাতিল বলেন, 'পুরনিগমের চেয়ারম্যানের সঙ্গে আলোচনা করে বাঘা যতীন পার্কে মেলার আয়োজন করা হয়েছে। বইমেলার পাশাপাশি পড়ুয়াদের নিয়ে বিভিন্ন রকম শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানও থাকবে।' ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত মেলা চলবে। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে সন্ধে সাড়ে সাতটা পর্যন্ত বইমেলা চলবে। গ্রন্থাগার আধিকারিক সৈকত গোস্বামী এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

ডাকাতির আগে ধৃত ৪

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : ডাকাতির আগেই চারজনকে গ্রেপ্তার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। মঙ্গলবার রাতে প্রধাননগর থানার দাগাপুর এলাকায় অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম আব্দুল হুসেন, গণেশ রায়, রাহুল মাহাতো, কৌশিক মুন্ডা। ধৃতদের হেপাজত থেকে প্রচুর ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে পুলিশ। এরা শিলিগুড়িরই বাসিন্দা।

মঙ্গলবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, চার অভিযুক্ত ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছে। সেই খবর পেয়েই প্রধাননগর থানার পুলিশের একটি দল থানা সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালায়। তখনই অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়।

অসুস্থ চালক

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : যাত্রীসমেত অটো নিয়ে মাঝপথে অসুস্থ হয়ে পড়লেন অটোচালক। তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য পাঠালেন শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে শিলিগুড়ির হাসমি চকের কাছে। পুলিশ সূত্রে খবর, অটোচালক রাম দাস যাত্রী নিয়ে কোর্ট মোড় থেকে বাগডোগরার দিকে যাওয়ার পথে হাসমি চকের কাছে মাঝপথেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে দেন। এরপরেই তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়েন। ট্রাফিক পুলিশের কর্মীরা চালককে অসুস্থ দেখেই তাঁকে তড়িঘড়ি চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পাঠান।

স্মারকলিপি

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : এসএসসি ও ডব্লিউবিবিএসই'র মাধ্যমে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী হিসাবে যাঁরা যোগ দিয়েছেন ২০১৯-এ, তাঁদের তালিকা প্রকাশের দাবিতে শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শককে স্মারকলিপি দিল এসএফআই। ছাত্র সংগঠনটির অভিযোগ, ওই নিয়োগের ক্ষেত্রে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।

শালবাড়ির রাস্তায় পুতুল বিক্রেতা। বুধবার শান্তনু ভট্টাচার্যর তোলা ছবি।

ইসলামপুরে কবুল মানিকের, জানেন না কানাইয়া

শহরে ৩০ শতাংশ পাকাবাড়ি অবৈধ

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৪ নভেম্বর : ইসলামপুর শহরে ৩০ শতাংশের বেশি পাকা নির্মাণ অবৈধ। পুরসভার প্রশাসক মানিক দত্ত নিজেই এই তথ্য স্বীকার করেছেন। আর মানিকবাবুর স্বীকারোক্তিতে গত দুই দশক ধরে পুরসভার ক্ষমতায় থাকা তাঁর দল অস্বস্তিতে পড়েছে। প্রশ্ন উঠে গিয়েছে, পুরসভায় দুই দশকের প্রাক্তন চেয়ারম্যান তথা তৃণমূলের বর্তমান উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের ভূমিকা নিয়েও। মানিকবাবুর দাবি, সময়সাপেক্ষ হলেও এই অবৈধ নির্মাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিশ্চয় হবে। কানাইয়ালাল অবশ্য দাবি করেছেন এই ধরনের তথ্য তাঁর জানা নেই।

পুর এলাকায় সরকারি জমি, পুরসভার পাকা নর্দমা থেকে শুরু করে বিস্তীর্ণ এলাকায় জবরদখল করে পাকা নির্মাণের নজির রয়েছে। কিন্তু কোনওদিনই এই অবৈধ নির্মাণগুলি নিয়ে পদক্ষেপ করা হয়নি। মাইকে প্রচার করে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার হুমকি দেওয়ার পরেও নর্দমা দখল করে পাকা নির্মাণ চলছে। এছাড়া শহরের জনবসতি এলাকায় ৩০ শতাংশ পাকা বাড়ির অনুমোদন নেই। এর ফলে পুরসভার রাজস্ব মার খাচ্ছে। সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে এবং বিভিন্ন এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার উপর বিরূপ প্রভাব পড়েছে।

ইসলামপুর শহরের একাধিক জলাভূমি লোপাট করে ইতিমধ্যে পাকা নির্মাণ গজিয়ে উঠেছে। সেইক্ষেত্রে জমির চরিত্র বদলে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন রয়েছে। সঙ্গে পুরসভার ভূমিকা নিয়েও প্রশ্নের শেষ নেই। মানিকবাবু নিজেও এর আগে অবৈধ পাকা নির্মাণ গড়ে ওঠার কথা স্বীকার করে প্রাক্তন কাউন্সিলারদের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছিলেন। শহরের ১৭টি ওয়ার্ডেই পুরসভার অনুমোদনহীন অবৈধ নির্মাণ রয়েছে বলে কেউ বিষয়টি নিয়ে উচ্চবাচ্য করেননি।

পুরসভার প্রশাসক মানিক দত্ত বলেন, 'পুর এলাকায় কমপক্ষে ৩০ শতাংশের মতো পাকা বাড়ি রয়েছে যা অবৈধ। সেগুলি নির্মাণের জন্য পুরসভার বৈধ অনুমতি নেওয়া হয়নি। শহরে প্রচুর সংখ্যায় অবৈধ পাকা বাড়ি গড়ে উঠেছে তা অস্বীকার করা যাবে না। যাঁরা ব্যাংক ঋণ নিয়ে বাড়ি করছেন তাঁদের বৈধতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তবে যাঁরা ঋণ ছাড়া কাঁচা টাকায় বাড়ি করছেন তাঁদের বড় অংশেরই পুরসভার বৈধ অনুমতি নেই।' তিনি বলেন, 'আসলে আমাদের পুরসভা ডি ক্যাটিগোরিতে পড়ে। ফলে কর্মী পরিকাঠামো নিয়ে আমরা সমস্যায় রয়েছি। তবে যেদিন এই বিষয়ে চেকিং শুরু হবে সেদিন অবৈধ পাকা নির্মাণ বা বাড়িঘর কিছুই আইনের হাত থেকে রেহাই পাবে না।'

মানিকবাবুর এই বয়ান প্রাক্তন চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন খাড়া করে দিয়েছে। কারণ এই অবৈধ নির্মাণ একদিনে গড়ে ওঠেনি। এই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'এই ধরনের কোনও তথ্য আমার জানা নেই। ফলে মন্তব্য করা বৃথা।'

দুই দশকের পুর চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল কিছুদিন আগেও পুরসভার প্রশাসক পদে ছিলেন। সম্প্রতি দলের এক ব্যক্তি এক পদ নীতির জেরে তাঁকে প্রশাসক পদ থেকে সরিয়ে বর্ষীয়ান কাউন্সিলার মানিকবাবুকে ওই পদে বসানো হয়েছে। অবৈধ পাকা নির্মাণ নিয়ে মানিকবাবুর বয়ান তৃণমূলের অন্দরমহলে ঝড় তুলবে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। কারণ সামনেই পুরভোট।

ইসলামপুরের পুরসভা ভবন। – সংবাদচিত্র

নর্দমা জলাভূমিও

- সরকারি জমি, পুরসভার পাকা নর্দমা জবরদখল করে পাকা নির্মাণ হয়েছে
- একাধিক জলাভূমি লোপাট করে পাকা নির্মাণ গজিয়ে উঠেছে
- শহরের ১৭টি ওয়ার্ডেই পুরসভার অনুমোদনহীন অবৈধ নির্মাণ রয়েছে

> পুর এলাকায় কমপক্ষে ৩০ শতাংশের মতো পাকা বাড়ি রয়েছে যা অবৈধ। সেগুলি নির্মাণের জন্য পুরসভার বৈধ অনুমতি নেওয়া হয়নি।
>
> **– মানিক দত্ত** *চেয়ারম্যান প্রশাসকমণ্ডলী, ইসলামপুর পুরসভা*

> এই ধরনের কোনও তথ্য আমার জানা নেই। ফলে মন্তব্য করা বৃথা।
>
> **– কানাইয়ালাল আগরওয়াল** *প্রাক্তন চেয়ারম্যান, প্রশাসকমণ্ডলী*

অস্তিত্ব সংকটে জার্নালিজম, কম্পিউটার সায়েন্স কোর্স

বিপাকে শিলিগুড়ি কলেজ

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : শিলিগুড়ি কলেজের জার্নালিজম বিভাগে দুজন অধ্যাপক, অধ্যাপিকা। দুজনই স্টেট এইডেড কলেজ শিক্ষক-শিক্ষিকা। মাইক্রোবায়োলজিতে আছেন একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোফেসার এবং তিনজন স্টেট এইডেড শিক্ষিকা। কম্পিউটার সায়েন্সে ৫ জন স্টেট এইডেড শিক্ষক-শিক্ষিকা। সব মিলিয়ে শিলিগুড়ি কলেজের সেল্ফ ফিন্যান্স কোর্সগুলিতে স্থায়ী পদের শিক্ষক নেই বললেই চলে। আর স্থায়ী পদ না থাকায়, বর্তমান অধ্যাপকরা চাকরি ছেড়ে দিলে যে কোনও সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে কলেজের সেল্ফ ফিন্যান্সের অন্তত দুটি কোর্স।

স্টেট এইডেড অধ্যাপকরা ছেড়ে দিলেই ওই পদে নতুন করে কোনও নিয়োগ করতে পারবে না কলেজ কর্তৃপক্ষ। নতুন নিয়োগ করতে গেলে কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্থায়ী পদ থাকতে হবে। কিন্তু শিলিগুড়ি কলেজে জার্নালিজম এবং কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে স্থায়ী পদ নেই। এতেই পরবর্তীতে সমস্যা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। স্টেট এইডেড শিক্ষকরা কখনও ছেড়ে দিলে বিভাগ বন্ধ করে দিতে হতে পারে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাই অবিলম্বে ওই দুই বিভাগে স্থায়ী পদ তৈরির দাবি উঠেছে। পাশাপাশি অধ্যাপকদের মাসিক বেতন সরকারি কোষাগার থেকে হওয়ায় কোর্স ফি কমানোরও দাবি উঠেছে। যদিও স্থায়ী পদ তৈরির জন্যে আবেদন করা হয়েছে এবং কোর্স ফিও কমানো হয়েছে বলে দাবি করেছেন শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যক্ষ সুজিত ঘোষ। তিনি বলেন, 'স্থায়ী পদের জন্যে আবেদন করা হয়েছে। কোর্স ফি তো আমরা আগের থেকে কমিয়েছি।'

শিলিগুড়ি কলেজে কম্পিউটার সায়েন্স, মাস কমিউনেকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম, এবং মাইক্রোবায়োলজি-এই তিনটি সেল্ফ ফিন্যান্স কোর্স রয়েছে। গত কয়েক বছরে প্রতিটি বিভাগেই ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে। ওই বিভাগগুলির একটি বাদে দুটিতে কোনও স্থায়ী পদের অধ্যাপক নেই। অতিথি অধ্যাপকদের দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। কয়েক বছর আগে মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের জন্যে একটি স্থায়ী পদ তৈরি করা হয়। কিন্তু বাকিগুলিতে অতিথি অধ্যাপকরাই কাজ করছেন। অবিলম্বে উচ্চশিক্ষা দপ্তরে দরবার করে স্থায়ী পদ তৈরি করার দাবি জানিয়েছেন ছাত্রছাত্রীরা।

অন্যদিকে, কিছুদিন আগেই রাজ্য সরকার রাজ্যের সমস্ত সরকারি কলেজের অতিথি অধ্যাপক এবং চুক্তিভিত্তিক অধ্যাপকদের স্বীকৃতি দিয়েছে। তাঁদের মাসিক বেতনও হচ্ছে সরকারি কোষাগার থেকে। আগে সেল্ফ ফিন্যান্স কোর্সে ছাত্রছাত্রীদের থেকে অ্যাডমিশন ফি হিসেবে নেওয়া টাকা থেকেই অধ্যাপকদের বেতন দেওয়া হত। কিন্তু বর্তমানে সরকার বেতন দেওয়ায় কলেজের নিজস্ব ফান্ড থেকে কোনও টাকাই দিতে হচ্ছে না। ফলে কোর্স ফি কমানোর দাবি উঠেছে। চলতি বছর জার্নালিজম কোর্সের জন্যে ১১ হাজার ৫৭৫ টাকা নেওয়া হয়েছে। মাঝে প্রতি বছর ১৫ হাজার টাকা করে ফি নেওয়া হত। ২০১৫ সাল পর্যন্ত ১০ হাজার টাকা ছিল জার্নালিজমের কোর্স ফি। তাই এখন ১১ হাজার ৫৭৫ হাজার টাকা নেওয়ায় প্রশ্ন উঠছে। কম্পিউটার সায়েন্সের ক্ষেত্রেও একই পরিস্থিতি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক কলেজ পড়ুয়া বলেন, 'কোর্স ফি সেল্ফ ফিন্যান্সে অনেকটাই বেশি। একটু কম হলে অনেকেই এই বিভাগগুলিতে পড়াশোনা করতে পারবে।'

নিয়োগে সমস্যা

- স্টেট এইডেড অধ্যাপকরা ছেড়ে দিলে ওই পদে নতুন করে কোনও নিয়োগ করতে পারবে না কলেজ কর্তৃপক্ষ
- নতুন নিয়োগ করতে গেলে কলেজ সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ করতে হবে
- সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিভাগে স্থায়ী পদ থাকতে হবে
- জার্নালিজম এবং কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগে স্থায়ী পদ নেই

নয়া নির্দেশিকায় স্কুলে পড়ুয়া বাড়ছে

পারমিতা রায়

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : গত সপ্তাহের তুলনায় এসপ্তাহে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার বেড়েছে। তার পিছনে কি রয়েছে সরকারের 'জোড়-বিজোড়' নীতি? এমনটাই মনে করছে শিলিগুড়ির স্কুলগুলির কর্তৃপক্ষ।

বছর দেড়েক বন্ধ থাকার পর গত সপ্তাহেই খুলেছিল স্কুল। কিন্তু স্কুল খুলতে না খুলতেই পড়ুয়াদের সংখ্যা কমতে শুরু করে। অনেক স্কুলেই ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি প্রায় তলানিতে এসে ঠেকেছিল। তবে সম্প্রতি শিক্ষা দপ্তরের জারি করা নতুন সময়সূচিতে স্কুলগুলিতে ফের শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়তে শুরু করেছে। নতুন নিয়মে সপ্তাহের সোম, বুধ ও শুক্রবার দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্লাস হবে। নবম ও একাদশ শ্রেণির ক্লাস হবে সপ্তাহে দু'দিন। মঙ্গলবার ও বৃহস্পতিবার। সরকারি এই সিদ্ধান্ত স্কুলের পরিস্থিতি বদলে দিচ্ছে বলেই শিক্ষকদের একাংশ মনে করছেন। প্রতিটি স্কুলেই ১০-১৫ শতাংশ হারে উপস্থিতি হার বেড়েছে। শিক্ষকদের বক্তব্য, রোজ রোজ স্কুলে আসার তাড়া না থাকায় ছাত্রছাত্রীদের থেকে চাপ অনেকটা কমছে। এতে স্কুলে আসার উৎসাহ বাড়ছে।

১৬ নভেম্বর ৫০ শতাংশ পড়ুয়ার উপস্থিতিতে কবি সুকান্ত হাইস্কুলের দরজা খোলে। তবে এর পর থেকেই শিক্ষার্থী সংখ্যা কমতে শুরু করে। একসময় উপস্থিতির হার কমে দাঁড়ায় ৪০-৪৫ শতাংশে। এতদিন বাদে স্কুল খোলার পরও উপস্থিতির হার কমতে থাকায় উদ্বেগ দেখা দেয়। তবে নতুন নির্দেশিকা জারি হওয়ার পর স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি বাড়তে শুরু করেছে। বর্তমানে স্কুলে পড়ুয়াদের উপস্থিতির হার ৫০-৫৫ শতাংশ। যা প্রথমদিকের থেকে কিছুটা বেশি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক ঋষিণ বিশ্বাস বলেন, 'উপস্থিতির হার কমবে না বাড়বে, প্রথম ক'দিন আমরা বুঝতে পারছিলাম না। তবে এখন বিষয়টা মধ্যবর্তী পরিস্থিতিতে রয়েছে। এই সপ্তাহে দেখলাম, উপস্থিতি কিছুটা বেড়েছে।'